‘মসীহ্ মাওউদ’ নামের অর্থ ও তাৎপর্য

ফরিদা রিফাত রাখী

মসীহ্ মাওউদ, এখানে মোট দু’টি শব্দ। দু’টো শব্দই আরবী ভাষার। ‘মসীহ্’ শব্দটি মূলত হযরত ঈসা (আ.)-এর উপাধি যার শাব্দিক অর্থ হল, এমন ব্যক্তি যার ওপর কল্যাণের হাত বুলানো হয়েছে, ভ্রমণকারী, পরিশুদ্ধকারী প্রভৃতি। আর ‘মাওউদ’ শব্দের অর্থ প্রতিশ্রুত বা যার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। সুতরাং ‘মসীহ্ মাওউদ’ শব্দের অর্থ দাঁড়াল, এমন মসীহ্ যার (আগমনের) প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে।

আর এই প্রতিশ্রুতি কে বা কারা দিয়েছেন? উত্তর হল, যুগে যুগে আগমনকারী সকল নবী ও রসূল দিয়ে গিয়েছেন, এমনকি আমাদের প্রিয় মহানবী (সা.)-ও তাঁর উম্মতের মধ্য থেকে এই মসীহ্-এর আগমনের সুসংবাদ দিয়ে গেছেন। আমরা আহমদীয়া মুসলিম জামা’তের সদস্যরা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)-কে তাঁর স্বীয় দাবি অনুযায়ী সেই ‘মসীহ্’ হিসেবে মান্য করি যার আগমনের প্রতিশ্রুতি সকল নবী-রসূল, এমনকি মহানবী (সা.) দিয়ে গেছেন। এজন্য আমরা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)-কে ‘মসীহ্ মাওউদ’ বলে সম্বোধন করে থাকি। আর এটিই এর মূল তাৎপর্য।

মহানবী (সা.) হযরত ঈসা (আ.)-এর উপাধি অর্থাৎ মসীহ্ নাম এ কারণে আগমনকারী ব্যক্তির জন্য ব্যবহার করেছেন, কেননা তিনি হযরত ঈসা (আ.)-এর রঙে রঙিন হবেন। মহানবী (সা.) দাজ্জাল ও ইয়া’জুজ মা’জুজের সময়ে আগমনকারী ঈসা (আ.)-কে চারবার ‘নবী’ বলে সম্বোধন করে বলেন, ওয়া ইউহসারু নবীউল্লাহ্ ঈসা ওয়া আসহাবুহু,... ফাইয়ারগাবু নবীউল্লাহ্ ঈসা ওয়া আসহাবুহু,... সুম্মা ইয়াহবিতু নবীউল্লাহ্ ঈসা ওয়া আসহাবুহু,... ফাইয়ারগাবু নবীউল্লাহ্ ঈসা ওয়া আসহাবুহু। অর্থ: তখন ঈসা নবীউল্লাহ্ ও তাঁর সাহাবীরা শত্রু দ্বারা পরিবেষ্টিত ও অবরুদ্ধ হয়ে পড়বেন।... অতঃপর ঈসা নবীউল্লাহ্ ও তাঁর সাহাবীরা খোদার প্রতি মনোনিবেশ করবেন।... আবার নবীউল্লাহ্ ঈসা ও তাঁর সাহাবীরা এক বিশেষ স্থানে অবতরণ করবেন।... অতঃপর ঈসা নবীউল্লাহ্ ও তাঁর সাহাবীরা খোদার নিকট গভীর দোয়ায় নিমগ্ন হবেন। *(সহীহ্ মুসলিম, বাব খুরুজুদ্ দাজ্জাল)*

আল্লাহ্ তা’লা বলেন, ওয়া ইযার্ রুসুলু উক্কিতাত। অর্থ: এবং রসূলদের যখন নির্ধারিত সময়ে নিয়ে আসা হবে (সূরা আল মুরসালাত: ১২)। এই আয়াতের প্রেক্ষাপট হল শেষ যামানা। আর এই আয়াতের সমর্থন অনুযায়ী হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেছেন যে, তিনি হযরত আদম (আ.) থেকে আরম্ভ করে সকল নবী ও রসূলের বিশেষ কতক গুণে গুণান্বিত হয়েছেন। এর ফলে তিনিই এই আয়াতের সত্যায়নকারী হলেন। এ বিষয়টিই আল্লাহ্ তা’লা তাঁর নিকট ইলহাম আকারে এভাবে প্রকাশ করেছেন, “জারিউল্লাহি ফি হুলালিল আম্বিয়া” অর্থাৎ, তিনি নবীদের পোষাকে খোদার রসূল। *(আরবাঈন, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড: ১৭, পৃ: ৩৫৪, ৩৬৬; বাংলা অনুবাদ, পৃ: ৭৬, ৭৯)*

কলির কালে একজন অবতার আসবেন যাঁকে হিন্দুশাস্ত্রে কল্কি অবতার বলা হয়েছে। আর কলির কালের পরিচয় দিতে গিয়ে বলা হয়েছে, শঠতা, লোভ, ক্রোধ, হিংসা-বিদ্বেষ থেকে এক অন্ধকার যুগের জন্ম হবে। এটাই হবে কলির যুগ। (কল্কি পুরাণ, প্রথম অধ্যায়, শ্লোক: ১৩-১৪) হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) বলেছেন, তিনিই হলেন হিন্দুধর্মের সেই কল্কি অবতার। মোটকথা সকল ধর্মের মাঝে পৃথিবীর এই শেষ সহস্রাব্দে একজন বিশেষ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ব্যক্তির আগমনের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে, যাঁকে কোন ধর্ম কল্কি অবতার বলছে আবার এই একই ব্যক্তিকে ইসলাম ধর্মে নাম দেয়া হয়েছে মসীহ্ মাওউদ অর্থাৎ প্রতিশ্রুত মসীহ্। মূলত ব্যক্তি একজনই আর তিনি ইসলাম ধর্মের উম্মতের মধ্য থেকে আগমন করবেন, কেননা ইসলাম এখন পৃথিবীর বুকে আল্লাহ্ তা’লার একমাত্র মনোনীত ধর্ম।

এই ‘মসীহ্ মাওউদ’-এর আরো একটি নাম হাদীসপাঠে পাওয়া যায় আর তা হল, ‘ইমাম মাহদী’। হাদীসে যেভাবে বর্ণিত হয়েছে, ওয়ালাল মাহদিয়্যু ইল্লা ঈসা ইবনে মারইয়াম অর্থাৎ ঈসা ইবনে মারইয়াম ব্যতিত অন্য কোন মাহদী নেই। *(সুনান ইবনে মাজাহ্, বাব শিদ্দাতুয্ যামান)*

আর এ কারণেই হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তাঁর আগমনের যুগ সম্পর্কে বলেন,

কিউঁ আজাব কারতে হো গার ম্যাঁ আ গিয়া হো কার মসীহ্,
খুদ মাসীহাঈ কা দাম ভারতি হ্যা ইয়েহ্ বাদে বাহার।

অর্থ: 'আমি যদি মসীহ্ হয়ে আসি তবে অবাক কেন হচ্ছো! এই মৃদুমন্দ বসন্ত নিজেই মসীহি শ্বাস-প্রশ্বাসে উজ্জীবিত হতে চায়।'

তিনি (আ.) আরো বলেন,

ওয়াক্ত থা ওয়াকতে মাসীহা না কিসি অওর কা ওয়াকত,
ম্যাঁ না আতা তো কোঈ অওর হি আয়া হোতা।

অর্থ: 'সময় হল মসীহের আগমনের অন্য কারো নয়, আমি না আসলে অন্য কেউ অবশ্যই এসে যেতো।'

আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সবাইকে 'মসীহ্ মাওউদ' (আ.)-এর প্রকৃত তত্ত্ব বুঝার ও যুগ-ইমামকে মান্য করার তৌফিক দান করুন, আমীন।